বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনগণের সরকারের ১৮০দিন

১৭ আগস্ট ২০২৬

সূচিপত্র

জনগণের সরকারের ১৮০ দিন ১

তথ্যভিত্তিক অর্জনচিত্র ৩

জনকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচর্চা ৫

জীবনবান্ধব বাজেট ৬

স্বরাষ্ট্র ৮

বৈদেশিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্র ১০

শিক্ষা ১৩

স্বাস্থ্য ১৬

অর্থনীতি ১৮

বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানি ২১

খাদ্য খাতে নতুন মাইলফলক ২২

ফ্যামিলি কার্ড - নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক ২৩

কৃষক কার্ড ২৪

আইনি বিষয় ২৪

পরিবেশ ২৫

বাণিজ্য ও শিল্পখাত ২৬

শ্রম ও কর্মসংস্থান ২৭

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ ২৮

মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২৯

ক্রীড়ায় অগ্রযাত্রা ৩০

নগর ব্যবস্থাপনা ৩১

ভূমিসেবা সংস্কার ৩২

ধর্ম ও সম্প্রীতি ৩৩

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন......৩৪
নবম জাতীয় বেতন স্কেলেঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান......৩৬
বিচারব্যবস্থায় সংস্কার ও ডিজিটাল রূপান্তরে গতি......৩৬
খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি......৩৭
পানি ব্যবস্থাপনা......৩৭
যোগাযোগ......৩৮
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনে সংস্কার......৪০
তথ্য ও সম্প্রচার......৪১
প্রযুক্তিখাত......৪২
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়......৪৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ......৪৩
গণপূর্ত......৪৪
জনপ্রশাসন......৪৫
উপসংহার......৪৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনগণের সরকারের ১৮০ দিন

দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসানের পর ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি দেশের জনগণের সামনে ৩১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিল। দেশের জনগণ বিএনপির পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সরকার গঠন করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ আগস্ট ২০২৬ - বিএনপি সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে।

ফ্যাসিবাদী সরকার বাংলাদেশকে একটি আমদানিনির্ভর ও ঋণনির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। ফলে একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি, বিভাজিত প্রশাসন এবং দুর্বল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে তারেক রহমান সরকারকে প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু করতে হয়েছে। সরকার গঠনের দিন থেকেই জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম ১৮০ দিনে প্রতিটি খাতে শতভাগ সফলতা এসেছে - এমন দাবি সরকার করে না। তবে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের শতভাগ আন্তরিকতা ছিল - এ ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ নেই।

অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, কৃষির পুনরুজ্জীবন, সামাজিক সুরক্ষার সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ এবং বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

স্বতঃস্ফূর্ত জনরায় ও মানুষের বিপুল আস্থায় গঠিত সরকার শুধু ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়নি, রাষ্ট্র সংস্কারেরও নতুন যাত্রা শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে ন্যায়, জবাবদিহি, মানবিক মূল্যবোধ ও টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিতে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজ চলছে, যে বাংলাদেশ হবে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

সরকার শুধু নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় থেমে নেই; প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজনীতিতেও গুণগত পরিবর্তন এনেছেন। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির পরিবর্তে তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার রাজনীতির পথে হাঁটছেন। তিনি ব্যক্তিবন্দনার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছেন। সরকারি কিংবা বেসরকারি অনুষ্ঠানের ব্যানার-ফেস্টুনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। সরকারি অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনে নেতার ছবি টাঙানোর অপসংস্কৃতিও বন্ধ করা হয়েছে।

চলাফেরার সময় একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলছেন প্রধানমন্ত্রী এবং সঠিক সময়ে অফিস করছেন। বাংলাদেশে এখন আর প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর যানজটের কারণ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরে প্রটোকলের বাড়াবাড়ি নেই। এমনকি মাত্র ছয়জন ছাড়া সব মন্ত্রী ও উপদেষ্টার গাড়িবহর থেকে পুলিশ প্রটোকল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নিজে অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করছেন এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করছেন। প্রশিক্ষণের অজুহাতে কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর সংকুচিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজের মূল বেতনের ১০ শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দিচ্ছেন। দলের এমপিদের বাড়ি-গাড়ির সুবিধা নিতে নিষেধ করেছেন।

বর্তমান সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার। সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। সেই জানার আগ্রহ পূরণের উদ্দেশ্য থেকেই সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের সাফল্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের উদ্যোগে এই ই-বুক প্রকাশ করা হয়েছে।

এই ই-বুকে সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ, সংস্কার ও অর্জনের একটি তথ্যনির্ভর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এটি শুধু ছয় মাসের বিবরণ নয়; বরং ভবিষ্যৎ পথচলার ভিত্তি এবং পরিবর্তনশীল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার একটি প্রামাণ্য দলিল।

তথ্যভিত্তিক অর্জনচিত্র

১. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন

জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি ৩১ দফা দলীয় ইশতেহার প্রকাশ করলেও জনরায় পাওয়ার পর এটি এখন জনগণের ইশতেহার। এই ইশতেহারের প্রতিটি দফা বাস্তবায়নে প্রথম দিন থেকেই আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জনগণের প্রতি সম্মান জানানোর রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে একসময় দূরে সরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু পর্যায়ক্রমে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিটি দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারেক রহমান প্রমাণ করেছেন, তিনি জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বদ্ধপরিকর।

এরই অংশ হিসেবে কৃষক, নারী, শিক্ষার্থী, ক্রীড়াবিদ, প্রবাসী, প্রবীণ ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য বিশেষ কার্ড ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ মওকুফ, ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্যসহায়তা, নারী উদ্যোক্তা ও তরুণদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ এবং স্টার্টআপ তহবিল গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া খাতে স্মার্ট ক্লাসরুম, কর্মমুখী নতুন পাঠ্যক্রম, বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস'সহ বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২. কর্মসংস্থানের রোডম্যাপ

দেশে ও বিদেশে জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) প্রস্তাবের মাধ্যমেও দেশে ও বিদেশে নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. খাদ্য মজুতে রেকর্ড

চলতি বছরের ২৮ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে তথ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকারি গুদামে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রায় ২৪ লাখ টন খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। এই মজুত দেশের খাদ্যনিরাপত্তা, বাজার স্থিতিশীলতা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

৪. অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়ন

- ঢাকায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাম বন্দরে স্বয়ংক্রিয় কার্গো রিলিজ এবং যানজট কমাতে রাজধানীর প্রধান চারটি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল শহরের বাইরে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।
- পরিবেশ সুরক্ষায় পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বাড়াতে রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হয়েছে।
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণে আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতির ভিত্তিতে সমতা, পারস্পরিক সম্মান ও জাতীয় স্বার্থনির্ভর পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।
- চীন, মালয়েশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে বিনিয়োগ, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামোগত সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন বৈশ্বিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রেখেছে।

৬. জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা

- সীমান্ত নিরাপত্তা, আকাশসীমা নজরদারি, সন্ত্রাস দমন এবং আধুনিক প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- অবৈধ অনুপ্রবেশ, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ এবং সংগঠিত সন্ত্রাস মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. মানবিক ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বন্যা মোকাবিলা, কৃষক ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন এবং তৃণমূল মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে জনমুখী নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।

৮. ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভিত্তি নির্মাণ

১৮০ দিনের উদ্যোগগুলো কেবল তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবিলায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি নির্মাণে একটি সুসংহত কর্মপরিকল্পনার সূচনা করেছে। এই সময়ের পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৯. অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগবান্ধব সংস্কার

- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্প্রসারণে ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।
- ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জীবনবান্ধব বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- ব্যবসা শুরুর জন্য বিভিন্ন লাইসেন্স ও অনুমোদন পেতে আগে যেখানে দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রায় এক বছর সময় লাগত, তা কমিয়ে মাত্র ১৪ দিনে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১০. অন্যান্য

- বর্তমান ১৩তম জাতীয় সংসদ ৫২টি কার্যদিবসে মোট ১০৫টি বিল পাস করেছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতনের একাধিক আলোচিত মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রদর্শন করা হয়েছে।
- দীর্ঘদিন পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের গ্রেপ্তার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণ প্রচেষ্টা এবং আইনশৃঙ্খলা জোরদারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

জনকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচর্চা

একটি ছোট প্রশাসনিক নির্দেশই অনেক সময় বড় রাজনৈতিক বার্তা হয়ে ওঠে। সরকারি অনুষ্ঠানের ব্যানার-ফেস্টুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছবি ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত সেই ধরনেরই এক পদক্ষেপ, যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণার পরিবর্তে রাষ্ট্রের কাজ ও জনস্বার্থকে সামনে আনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সরকারি ব্যয় সংকোচন, প্রোটোকলের সরলীকরণ, ব্যক্তিবন্দনার অবসান এবং জনমুখী বিভিন্ন উদ্যোগ মিলিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় এক ভিন্নধর্মী চর্চার চিত্র উঠে এসেছে।

• সংসদীয় ও সরকারি ব্যয় কমাতে ডিনার আয়োজন, আপ্যায়ন ব্যয়, বিদেশ সফরের প্রতিনিধিদল এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খাতে কাটছাঁট করা হয়েছে। অনেক মন্ত্রীও একই ধরনের মিতব্যয়ী নীতি অনুসরণ শুরু করেছেন।

• দেশীয় পণ্য ব্যবহারে অগ্রাধিকার, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, সরল জীবনযাপন এবং প্রশাসনে অপচয় রোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

• বিরোধী দলের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ, রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের সংস্কৃতি নিরুৎসাহিত করার বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে।

• বিদেশগামী কর্মীদের জন্য শ্রমিক ঋণ, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঋণ, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ড, ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভাতা, কৃষিঋণ মওকুফ, 'ওয়ান ট্যাব ওয়ান টিচার', 'নতুনকুঁড়ি স্পোর্টস', খুদে বৈজ্ঞানিক প্রকল্প এবং 'নজরুলবর্ষ'-সহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

• সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি-নির্ভর রাজনীতির পরিবর্তে মিতব্যয়িতা, জবাবদিহি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং জনকল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠার চিত্র দেখা যাচ্ছে।

• প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাসিক মূল বেতনের ১০ শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিচ্ছেন। তাঁর মাসিক মূল বেতন ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। সে অনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে ১১ হাজার ৫০০ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দিচ্ছেন।

জীবনবান্ধব বাজেট

বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম এমন একটি বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে, যা সমাজের বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২৯ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটকে ‘জীবনবান্ধব বাজেট’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এ বাজেট সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনযাত্রায় স্বস্তি আনার পাশাপাশি বাংলাদেশ পুনর্গঠনের একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক

• নিত্যপ্রয়োজনীয় ৬১টি পণ্যের ওপর কর ও শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে, যাতে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায়।

• অর্থপাচার করা সম্পদ শনাক্ত ও ফেরত আনতে বাংলাদেশ ১৩টি দেশে ২৩টি মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে ৬০টির বেশি নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট (এনডিএ) স্বাক্ষর করেছে।

• আয়করমুক্ত আয়ের সীমা ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৪ লাখ টাকা, ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ অর্থবছরে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরে ৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

• জনমতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগের তথ্য প্রকাশ, নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাংক হিসাব এবং সম্পত্তি লেনদেনে বাধ্যতামূলক ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সংক্রান্ত বিতর্কিত প্রস্তাবগুলো প্রত্যাহারের জন্য তিনি অর্থমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

• দেশের পানি নিরাপত্তা, সেচব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিস্তা ব্যারাজ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

• জাতীয় ঐক্য, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তিশালীকরণ, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা এবং পেশাদার ও দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে সংবিধান সংস্কারসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জাতীয় বাজেটের আরও কয়েকটি মৌলিক তথ্য

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পাস করেছে জাতীয় সংসদ। বাজেটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশে উন্নীত করা, মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকারের ‘৩আর (3R) কৌশল’ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

• জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট গত অর্থবছরের ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৯ শতাংশ বড়।

• বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা, যা সম্ভাব্য জিডিপির ৩.৬ শতাংশ।

• বাজেটের মোট আকার সম্ভাব্য জিডিপির ১৩.৭ শতাংশ।

• অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও বাংলাদেশকে ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্যে ‘৩আর (3R) কৌশল’ ঘোষণা করেন।

• থ্রিআর কৌশলের তিনটি ধাপ হলো—রিকভারি অ্যান্ড স্ট্যাবিলাইজেশন (Recovery and Stabilisation), রেস্টোরেশন (Restoration) এবং রিকনস্ট্রাকশন ফর অ্যাকসেলারেশন (Reconstruction for Acceleration); যা এক থেকে পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে।

• বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) লক্ষ্যমাত্রা ৬ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা।

• বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ১৫ লাখ ১৫ হাজার ৪৩৯ কোটি টাকার সরকারি ব্যয়ের অনুমোদন চেয়ে আনা বরাদ্দ বিল-২০২৬ (Appropriation Bill) কণ্ঠভোটে পাস হয়েছে।

• এর আগে অর্থ বিল-২০২৬ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসহ পাস হয়। সংশোধনীর মধ্যে করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা বাতিল উল্লেখযোগ্য।

• বরাদ্দ বিল পাসের আগে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ৫৯টি মঞ্জুরি দাবির পক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা ব্যয়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

• বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আনা ১ হাজার ৩৪৩টি ছাঁটাই প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ করা হয়।

• জামায়াতে ইসলামী, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) এবং স্বতন্ত্রসহ ৪৩ জন সংসদ সদস্য ৫৯টি মঞ্জুরি দাবির মধ্যে ৩৬টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় নিয়ে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

• বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানের অনুরোধে স্পিকার ‘গিলোটিন’ পদ্ধতিতে মঞ্জুরি দাবিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করেন।

• বরাদ্দ বিল পাসের সময় বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সদস্যরা সংসদে উপস্থিত ছিলেন এবং বিল পাসে কোনো আপত্তি জানাননি।

স্বরাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সীমান্ত নিরাপত্তা, পুলিশ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

শিশু রামিসা হত্যা মামলার দ্রুত বিচার

শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় ১৯ দিনে এবং মেহেরপুরের শিশু ধর্ষণ মামলার রায় ২৯ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় ডেথ রেফারেন্স ও আপিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানির মাধ্যমে এক মাসে ১০টি রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

জঙ্গল সলিমপুরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিদস্যু, সন্ত্রাসী ও সশস্ত্র অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও এপিবিএনের প্রায় ৩,২০০ থেকে ৪,০০০ সদস্যের অংশগ্রহণে পরিচালিত অভিযানে হেলিকপ্টার, ড্রোন, সাঁজোয়া যান ও কুকুরদল ব্যবহার করা হয়। অভিযানের মাধ্যমে দুর্গম এলাকাটিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা ও পুশ-ইন প্রতিরোধ

পুশ-ইন প্রতিহত: কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বিজিবি একাধিক পুশ-ইন প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছে। সীমান্তে নজরদারি ও টহল বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব যাচাই: ভারতের দেওয়া তালিকায় নামের পুনরাবৃত্তি, অসম্পূর্ণ ঠিকানাসহ বিভিন্ন অসঙ্গতি চিহ্নিত করে যাচাই ছাড়া কাউকে গ্রহণ না করার অবস্থান নেওয়া হয়েছে। ভারতে আটক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কনস্যুলার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে।

কূটনৈতিক উদ্যোগ: সীমান্তে একতরফা কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতের কাছে কূটনৈতিক নোট বা ডেমার্শ পাঠানো হয়েছে। নয়াদিল্লিতে বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকেও পুশ-ইন বন্ধের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে উত্থাপন করা হয়েছে।

শহীদ জিয়ার খুনি হিসেবে পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার আসামি মোজাফফর হোসেনকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি প্রায় ৪৫ বছর ধরে পলাতক ছিলেন এবং বর্তমানে সেনা হেফাজতে রয়েছেন।

পুলিশের সংস্কার ও পুনর্গঠন

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রোহিঙ্গা শিবিরে নিরাপত্তা

রোহিঙ্গা শিবিরে অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান, অপরাধী চক্র এবং সশস্ত্র তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

কারাগার ও আটককেন্দ্রে মানবাধিকার তদারকি

কারাগার ও অন্যান্য আটককেন্দ্রে মানবাধিকার পরিস্থিতি তদারকিতে 'ন্যাশনাল প্রিভেন্টিভ মেকানিজম (এনপিএম) বিভাগ' গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) আইনের চূড়ান্ত খসড়ায় এ বিভাগের কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিভাগটি পূর্বঘোষণা ছাড়াই কারাগার, পুলিশ হেফাজত, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, অভিবাসী আটককেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সামরিক আটককেন্দ্র ও সেফ হোমসহ স্বাধীনতা সীমিত করা হয় এমন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে। প্রয়োজনীয় নথি পর্যালোচনা, গোপন সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অমানবিক আচরণের অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করার ক্ষমতাও থাকবে।

এনপিএম বিভাগ প্রতিবছর রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতিসংঘের নির্যাতন প্রতিরোধবিষয়ক উপকমিটির (এসপিটি) কাছেও প্রতিবেদন পাঠাবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্র

জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ জ্বালানি ও শ্রমবাজারে বহুমুখীকরণের পাশাপাশি চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াসহ প্রধান বৈশ্বিক শক্তিগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার করে চলেছে। কোনো একক শক্তি-জোটের প্রতি একপাক্ষিকভাবে ঝুঁকে না পড়ে বাংলাদেশ এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে, যা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে সহায়ক।

কূটনৈতিক সাফল্য

ভারসাম্যপূর্ণ ও বহুমাত্রিক পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জন করছে। অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ, কৌশলগত সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা এবং বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মালয়েশিয়া সফর

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ২১–২২ জুন মালয়েশিয়া সফর বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। সফরে শ্রমবাজার, বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়।

প্রধান অর্জন:

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমিত হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালুর আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ।
- স্বচ্ছ কর্মী নিয়োগব্যবস্থা, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকতর সুরক্ষা এবং শোষণ ও অনিয়ম প্রতিরোধে উভয় দেশ একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়।
- মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত অবস্থানে থাকা বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধকরণ (রেগুলারাইজেশন) এবং আটক বাংলাদেশিদের সম্ভাব্য প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয়।
- বিনিয়োগ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং সন্ত্রাসবাদ দমন বিষয়ে একাধিক চুক্তি ও সমঝোতা বিনিময় করা হয়।
- বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

সফর পরবর্তী অর্জন

মালয়েশিয়া ২০২৬ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য তাদের শ্রমবাজার পুনরায় উন্মুক্ত করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবার বাংলাদেশ সরকার নিজেই রিক্রুটিং এজেন্সি নির্বাচন করবে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দুর্নীতি ও কর্মী হয়রানি বন্ধ করা।

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর

২৪ থেকে ২৬ জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারি চীন সফর বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে। এই সফরে বাণিজ্য, অবকাঠামো, কৌশলগত সহযোগিতা এবং জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০টির বেশি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়।

সফরের প্রধান অর্জন:

- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে 'কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক কোঅপারেটিভ পার্টনারশিপ' থেকে 'বাংলাদেশ-চীন অভিন্ন ভবিষ্যতের সম্প্রদায় (Bangladesh–China Community with a Shared Future)'-এ উন্নীত করেছে, যা দুই দেশের আরও গভীর ও বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতিফলন।
- দুই দেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে কৌশলগত সংলাপ চালুর বিষয়ে একমত হয়েছে। পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে '২+২' সংলাপ ব্যবস্থা চালুর সম্ভাবনাও বিবেচনা করা হচ্ছে, যা দুই দেশের কৌশলগত সমন্বয় আরও শক্তিশালী করবে।
- সফরকালে ২১টির বেশি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসবের আওতায় ডিজিটাল অর্থনীতি, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি), অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যৌথ সমীক্ষা শুরু করার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে।
- মোংলা বন্দর আধুনিকীকরণ, চট্টগ্রামে চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে উভয় দেশ তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
- চীনের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (জিডিআই) আওতায় বাংলাদেশ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অন্যান্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ

প্রায় চার দশক পর বাংলাদেশ আবারও জাতিসংঘের প্রধান নীতিনির্ধারণী সংস্থা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের নেতৃত্বে আসছে। ২০২৬ সালের ২ জুনের নির্বাচনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই অর্জন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

আইরিন খানের নিয়োগ: কূটনীতিতে নৈতিক শক্তির প্রত্যাবর্তন

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে আইরিন খানের নিয়োগ দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও নৈতিক কূটনীতির অগ্রাধিকারকে তুলে ধরে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম নারী মহাসচিব ও জাতিসংঘের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু ন্যায়বিচার, শান্তিরক্ষা, অভিবাসন, শ্রম অধিকার, মানবাধিকার ও উন্নয়ন অর্থায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরতে সহায়ক হবে।

জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে শান্তিরক্ষা অংশীদারিত্ব জোরদারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ডিপার্টমেন্ট অব অপারেশনাল সাপোর্ট (DOS)-এর আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল অতুল খারের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশি সামরিক ও পুলিশ কন্টিনজেন্টের পরিচালনাগত সহযোগিতা ও প্রতিপূরণ দ্রুতকরণ, পরিবেশবান্ধব শান্তিরক্ষা, 'উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি (WPS)' এজেন্ডা এবং হাইতিতে বিশেষায়িত পুলিশ কন্টিনজেন্ট মোতায়েন নিয়ে আলোচনা করেন। শান্তিরক্ষা মিশনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ ও নারী শান্তিরক্ষীদের জন্য উন্নত অবকাঠামোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে হাইতির জন্য SWAT, র‍্যাপিড রেসপন্স, বিস্ফোরক

নিষ্ক্রিয়করণ (EOD), ফরেনসিক ও ক্রাইম সিন ম্যানেজমেন্ট, সাইবার ও সংগঠিত অপরাধ তদন্ত, নৌ-অভিযান ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে দক্ষ তিনটি বিশেষায়িত ফর্মড পুলিশ ইউনিট (FPU) মোতায়েনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ।

শক্তিশালী বৈশ্বিক সংযোগ, সহজতর ভিসা

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, পর্যটন খাতের বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আরও সহজ করতে খসড়া ভিসা নীতি ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব ভিসা চালু এবং পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে ভিসা নীতির সংস্কারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম কয়েকটি দেশও বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নতুন ও সহজতর ভিসা সুবিধা চালু বা সম্প্রসারণ করছে।

সৌদি আরব: বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য সৌদি আরব সমন্বিত ভ্রমণ প্যাকেজ ও ই-ভিসা সুবিধা চালু করেছে। অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে বুকিং করলে একই প্যাকেজে বিমান টিকিট, হোটেল বুকিং ও ইলেকট্রনিক পর্যটন ভিসা পাওয়া যাবে। এই ই-ভিসার মেয়াদ তিন মাস এবং একটানা সর্বোচ্চ ৮৮ দিন অবস্থান করা যাবে।

শেনজেনভুক্ত ইউরোপীয় দেশসমূহ: জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্সসহ শেনজেনভুক্ত দেশগুলোর দূতাবাস বাংলাদেশি আবেদনকারীদের শুধুমাত্র সরকারি ও অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে ভিসার আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছে। আবেদন প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষ বা অননুমোদিত মধ্যস্থতাকারীদের এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিরাপদ থাকে।

শিক্ষা

শিল্পের সঙ্গে শিক্ষার সেতুবন্ধন চান প্রধানমন্ত্রী

উচ্চশিক্ষাকে আরও কর্মমুখী, প্রযুক্তিনির্ভর ও শিল্প-সংযুক্ত করতে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ, শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেন্টিসশিপ) এবং শিক্ষা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম সংস্কার, গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

প্রধান নির্দেশনা

- উচ্চশিক্ষাকে ব্যবহারিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মসংস্থানমুখী করা।
- শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।
- এআই, সাইবার নিরাপত্তা, প্রোগ্রামিং, যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্ব ও আর্থিক সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার।
- বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি তৃতীয় ভাষা শেখায় উৎসাহ।
- শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম সংস্কার অব্যাহত রাখা।
- এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা দক্ষ পেশাজীবীর পাশাপাশি দক্ষ উদ্যোক্তাও তৈরি করবে।

শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি

- শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৫৬.৬ শতাংশ বাড়িয়ে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। আগের বছর এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৭ হাজার ২০৬ কোটি টাকা।
- শিক্ষায় বরাদ্দ দেশের জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটি বিএনপির দীর্ঘমেয়াদে জিডিপির ৫ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয়ের লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি অগ্রগতি।
- শিক্ষাখাতে সামাজিক বৈষম্য কমাতে পার্বত্য ও দুর্গম এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আধুনিক ফ্রি বাস সার্ভিস এবং পাহাড়ে ৩২৯টি নতুন টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণ প্রকল্পের বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।

অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা

এপ্রিল ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিক্ষাখাতের জন্য ৪৩টি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। যেখানে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতক (সম্মান) পর্যায় পর্যন্ত বিনা টিউশন ফি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর করপোরেট কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ক্যাডেট কলেজের আদলে ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৬০০টি সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৬-২০৩০ সালের মধ্যে পাঁচ বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি আসনে ছেলেদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ভর্তি নেওয়া হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো হবে সম্পূর্ণ আবাসিক।

শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা উন্নয়নের উদ্যোগ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন, সুযোগ-সুবিধা ও সামগ্রিক আর্থসামাজিক মর্যাদা পর্যায়ক্রমে বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জুলাই ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সংসদে সরকারের উদ্যোগের কথা জানান।

গত ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন। দীর্ঘ চার বছর ধরে জমে থাকা শিক্ষকদের বকেয়ার জট কাটাতে দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে শিক্ষকদের স্ব স্ব ব্যাংক একাউন্টে এই টাকাগুলো পাঠানো হচ্ছে।

ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের জন্য 'ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। প্রথম ১৮০ দিনে প্রাথমিক শিক্ষায় এ কর্মসূচির ২০ শতাংশ প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর

- দেশের ৬৫,৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক পরিচালনা খাত থেকে বিদ্যালয়প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।
- দেশের ২ হাজার ৪১৮টি কারিগরি ও ৮ হাজার ২৩২টি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্রি ওয়াই-ফাই চালুর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শিক্ষকদের উপস্থিতি ট্র্যাকিং নিশ্চিত করতে জামালপুর জেলায় সফল পাইলটিং শেষে ১৫ জুন ২০২৬ থেকে হোয়াটসঅ্যাপভিত্তিক দৈনন্দিন শিক্ষক উপস্থিতি ব্যবস্থা সারাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আগে সরবরাহ করা ৬৫ হাজার ল্যাপটপ, ৬২ হাজার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্পিকার সংস্কার করে পুনরায় কার্যকর করার মাধ্যমে ৮২ শতাংশ ক্লাসরুম সচল করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ডিজিটাল ক্লাসরুম

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ইতোমধ্যে ৩২৭টি ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৬,৬০০টি স্থাপনের প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে। মাদ্রাসায় ৬৫৩টি প্রতিষ্ঠানে ১,৩১৫টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সচল হয়েছে এবং TMED-এর মাধ্যমে আরও ৫,৯০৭টি মাদ্রাসায় ১৪,৩০৯টি ক্লাসরুম চালুর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ডিসেম্বরেই মানসম্পন্ন বই পাবে শিক্ষার্থীরা

চলতি বছরের ডিসেম্বরেই চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের অংশ হিসেবে চারটি নতুন বিষয় যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ

বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস ও ব্যাগ প্রদানের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় কমিটি ও উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। বিদ্যালয় নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের মাপ নেওয়া এবং টেকসই ড্রেসের নমুনা ডিজাইন প্রস্তুত করে প্রথম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীকে স্কুল ড্রেস এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগ দেওয়ার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম চালানে ১,০৫,০০০ সেট স্কুল ড্রেস এবং ২৫,০০০ জোড়া উন্নতমানের জুতা সরকারের কেন্দ্রীয় ভান্ডারে সংগ্রহ ও জমা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে এ কর্মসূচির বিতরণ কার্যক্রম শুরু করবেন।

বিদেশি ভাষা শিক্ষা

মাধ্যমিক, কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য বিদেশি ভাষার সমন্বিত কারিকুলামের খসড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে শর্ট কোর্স হিসেবে কোরিয়ান, জাপানিজ, আরবি ও চীনা ভাষা ইতোমধ্যে পরিচালিত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ

ইতোমধ্যে সারাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩,৩৭,৬০৯টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তুতি

২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণি থেকে পাঁচটি নির্ধারিত ক্রীড়া ইভেন্ট বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে এনসিটিবি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস চূড়ান্ত করেছে।

উপবৃত্তি প্রদান

নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক বৈষম্য নিরসনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রথম কিস্তিতে ৭৪,১০,৫৭৯ জন এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ৬৬,৭০,২৭৩ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল অ্যাকাউন্টে মোট ১,১৮১.৪৪ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

দারুল আরকাম ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক পাঠদানে দারুল আরকাম ইসলামী শিক্ষা প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সারাদেশের ৯৯৮টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৯,৮০০ শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গণশিক্ষা প্রকল্পের ৬৯,৮৭৪টি কেন্দ্রে ২২,৮৪,৩৮৮ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে; এ কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার ৯৪ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

স্বাস্থ্য

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মানবিক, সময়নিষ্ঠ ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বৃদ্ধি, হাসপাতালের উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ক্যানসার স্ক্রিনিং ও নিরাপদ মাতৃসেবায় সরকারের উদ্যোগও তুলে ধরেছেন তিনি। উন্নত ও মানবিক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে এনে বিদেশে চিকিৎসার প্রবণতা কমানোর ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবছর বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রাথমিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় জোর

সারাদেশে ১ লাখ স্বাস্থ্যসেবাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের ৮০ শতাংশই হবেন নারী। পুষ্টি, টিকাদান, মাতৃ ও শিশুসেবার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি, হৃদরোগ ও ক্যানসারের মতো রোগ প্রতিরোধে আগাম স্বাস্থ্যপরামর্শ ও নিয়মিত পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বৃদ্ধি

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ বরাদ্দ জিডিপির ১.০২ শতাংশ। আগামী পাঁচ বছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

চিকিৎসা সরঞ্জাম ও কাঁচামালে করছাড়

ডায়ালাইসিস ফিল্টার, হার্টের স্টেন্ট, হার্টের ভালভ, পেসমেকার, অক্সিজেনেটর, চোখের লেন্স এবং ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু কাঁচামালের ওপর ভ্যাট ও কর কমানো বা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ই-হেলথ কার্ড

ডিজিটাল স্বাস্থ্য অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং একটি প্রাথমিক Health Data Architecture ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি Electronic Health Card। এর মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিককে তাঁর নির্ধারিত Primary Health Care Unit-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় তাঁর একটি ধারাবাহিক ডিজিটাল পরিচয় তৈরি হবে।

উপজেলা হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি

দেশের সব ৫১ শয্যার উপজেলা হাসপাতাল পর্যায়ক্রমে ১৫১ শয্যায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালগুলোর ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আধুনিক ল্যাব ও ডায়ালাইসিস সেবা

কিডনি রোগীদের চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ১০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট চালুর কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালে প্যাথলজিক্যাল ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ

চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণে আরও ৫ হাজার এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট ও মিডওয়াইফসহ বিভিন্ন শূন্যপদ দ্রুত পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শিশুস্বাস্থ্য, মাতৃসেবা ও ক্যানসার স্ক্রিনিং

বরিশাল ও রাজশাহীতে নির্মিত ২০০ শয্যার শিশু হাসপাতালসহ মোট পাঁচটি শিশু হাসপাতাল দ্রুত চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান প্রসব নিরুৎসাহিত করতে নতুন নীতি গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাঠপর্যায়ে স্তন ও জরায়ুমুখ ক্যানসার স্ক্রিনিং কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) আর্থিক সহায়তায় নির্মিত ১৯২টি স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (LGRD) থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শহরাঞ্চলে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

- মেডিকেল বর্জ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজকে বিশ্বমানের গবেষণা, শিক্ষা ও চিকিৎসাকেন্দ্রে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- প্রথম ১৮০ দিনে সমন্বিত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবার একটি নতুন মডেল তৈরি করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
- দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম

Prevention is better than cure অর্থাৎ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম- এই নীতিকে সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রোগ হওয়ার পর তার চিকিৎসা খোঁজার চেয়ে রোগ যেন না হয়, সে বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক থাকা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন।

অর্থনীতি

মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

- সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে ৯.১৬ শতাংশে এসেছে।
- বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উর্ধ্বমুখী। গত ১২ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী মোট (গ্রস) রিজার্ভ ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

আরও অর্জন

- ২০২৫ সালে বাংলাদেশে নিট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৮ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২৪ সালে ছিল ১২৩ কোটি ডলার।
- বাংলাদেশে এফডিআইর মোট স্থিতি (FDI Stock) বেড়ে ১,৯৬৩ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা আগের বছরের ১,৭৮৬ কোটি ডলারের তুলনায় বেশি।
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (LDCs) মধ্যে বাংলাদেশ এফডিআই আকর্ষণে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। ২০২৫ সালে এলডিসিগুলোতে মোট বিনিয়োগ প্রবাহ ২১ শতাংশ বেড়েছে।

পুঁজিবাজার সংস্কার: আস্থা ফেরাতে সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ

কাঠামোগত সংস্কারের ধারাবাহিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার, বাজারে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে।

কৃত্রিম মূল্যসীমা প্রত্যাহার: দীর্ঘদিন ধরে লেনদেন সীমিত করে রাখা ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে শেয়ারের দাম বাজারের চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর তদারকি: পুঁজিবাজার সংস্কার কমিশন গঠন এবং এআইভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বাজার কারসাজি ও অনিয়ম প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মানসম্পন্ন কোম্পানির তালিকাভুক্তি: বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানি ও লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি তালিকাভুক্তির (Direct Listing) মাধ্যমে পুঁজিবাজারে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে ভালো মানের শেয়ারের সংখ্যা বাড়ে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা: করব্যবস্থায় বিনিয়োগবান্ধব সংস্কার এবং হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে বাজার আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নিরাপদ হয়।

সমন্বিত সংস্কার কর্মপরিকল্পনা: বিএসইসি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে সুশাসন, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, বিনিয়োগ শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বন্ড, সুকুক ও ETF সম্প্রসারণ: করপোরেট বন্ড, সুকুক, গ্রিন বন্ড এবং Exchange Traded Fund (ETF) সম্প্রসারণে আধুনিক নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে বিএসইসি। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী Sustainable Bond Framework তৈরির কাজ চলছে।

IPO ও নিয়ন্ত্রক কার্যক্রম ডিজিটালকরণ: IPO আবেদন, বন্ড ও সুকুক অনুমোদন, লাইসেন্সিংসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক কার্যক্রম ধাপে ধাপে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দক্ষতা বাড়ানো।

১৯ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১৯ হাজার কোটি টাকার চারটি পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি চালু করেছে। এর লক্ষ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কৃষকদের অর্থায়ন সহজ করা, সবুজ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা কমানো। এই কর্মসূচির আওতায় রয়েছে:

৫,০০০ কোটি টাকা: কুটির, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (CMSME) কার্যকরী মূলধন তহবিল।
৩,০০০ কোটি টাকা: রপ্তানি বহুমুখীকরণ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি।
১০,০০০ কোটি টাকা: কৃষি পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি।
১,০০০ কোটি টাকা: সবুজ শিল্প ও পরিবেশবান্ধব কারখানার জন্য বিশেষ তহবিল।

গ্যাস অনুসন্ধানে উদ্যোগ বৃদ্ধি

দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বাড়াতে নতুন কূপ খনন এবং পুরোনো কূপ সংস্কারের বড় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

পেট্রোবাংলার পরিকল্পনা: ২০২৫-২৬ মেয়াদে ৫০টি এবং ২০২৬-২৮ মেয়াদে আরও ১০০টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভারের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলমান কার্যক্রম: অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও সংস্কার মিলিয়ে বর্তমানে ৫০টি কূপে কাজ চলছে। এর মধ্যে ৩১টি পুরোনো কূপ সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্র অনুসন্ধান: ২০১২ ও ২০১৪ সালে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর বঙ্গোপসাগরের ২৬টি ব্লকের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হলেও কোনো বিদেশি কোম্পানি চূড়ান্ত প্রস্তাব দেয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় কোনো আন্তর্জাতিক কোম্পানি গ্যাস অনুসন্ধান চালাচ্ছে না।

নতুন আন্তর্জাতিক দরপত্র: সংশোধিত উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (Production Sharing Contract—PSC) অনুযায়ী ২৬টি ব্লকের জন্য আবারও আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

নিম্নআয়ের পরিবারের জন্য ভর্তুকিতে এলপিজি

নিম্নআয়ের গ্রামীণ ও প্রান্তিক পরিবারকে ভর্তুকিতে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জ্বালানি কাঠ ও কৃষিজ বর্জ্যের পরিবর্তে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে।

‘গৃহিণী এলপিজি কার্ড’ চালুর পরিকল্পনা

নিম্ন-মধ্যম আয়ের গ্রামীণ ও শহরতলির পরিবারের গৃহিণীদের জন্য ‘গৃহিণী এলপিজি কার্ড’ চালুর প্রস্তুতি চলছে। কার্ডধারীদের সিলিন্ডার কেনায় মাসিক লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজস্ব আদায়ে বহুমুখী উদ্যোগ

সাধারণ মানুষের ওপর অতিরিক্ত করের চাপ না বাড়িয়ে ধনী ব্যক্তি ও বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর ফাঁকি রোধে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, তথ্যসমন্বয় ও আইনগত ব্যবস্থা জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, উদ্যোক্তা সহায়তা ও ব্যাংকিং খাত সংস্কারেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

- করপোরেট করদাতাদের জন্য ই-রিটার্ন সম্প্রসারণ, সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে API-ভিত্তিক তথ্যসমন্বয় এবং ঝুঁকিভিত্তিক কর নিরীক্ষা জোরদার করা হচ্ছে।
- কর ফাঁকি ও বিদেশে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্ত ও সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করতে ভ্যাট রিফান্ড প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সেবায় Business Identification Number (BIN) বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- মে মাসে মূল্যস্ফীতি ৯.৪২ শতাংশে ওঠায় তা নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদহার ১০ শতাংশ রাখা হয়েছে।
- উৎপাদন বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছে।
- নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল এবং স্টার্টআপের জন্য পৃথক ৫০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে।

সমুদ্রসম্পদ গবেষণা ও সুনীল অর্থনীতি

সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার, গবেষণা ও উদ্ভাবন জোরদার এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণ, সামুদ্রিক সংরক্ষণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

- ১০০ কোটি টাকা ‘সুনীল অর্থনীতি গবেষণা তহবিল’ এবং বাকি ১০০ কোটি টাকা সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য মাতারবাড়ীতে আধুনিক মৎস্যবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানি

বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বয়, নীতিগত সামঞ্জস্য এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ ও একীভূত সেবা নিশ্চিত করতে প্রথম ধাপে বিডা, বেজা ও পিপিপিএ-কে একীভূত করে একটি শীর্ষ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় 'ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন, ২০২৬' প্রণয়ন ও পাসের মাধ্যমে তিনটি সংস্থার একীভূতকরণ এবং নতুন সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিঙ্গেল উইন্ডো সেবা

ব্যবসায়ীদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে বিডায় সিঙ্গেল উইন্ডো চালু করা হয়েছে। এই সমন্বিত সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবস্থার মূল সুবিধা হলো, ব্যবসায়ীদের এখন আর সনাতন পদ্ধতিতে একেকটি দপ্তরে আলাদাভাবে ঘুরতে হচ্ছে না। ফলে সময় ও খরচ দুই-ই বাঁচছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়ছে।

রপ্তানি সেবা সংযুক্তকরণ

রপ্তানিকারকদের দ্রুত ও ঝামেলাহীন সেবা দিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB)-এর ইএমইস (EMES) সফটওয়্যারকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর 'বাংলা বিজ' (BanglaBiz) সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সফলভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে আরও গতিশীল ও ডিজিটাইজড করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় মাইলফলক।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া **CEPA**

সরকারের ১৮০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (CEPA) নিয়ে আলোচনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ৪ আগস্ট দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর উভয় দেশ সমঝোতার লক্ষ্যে আলোচনা করেছে। চুক্তিটি কার্যকর হলে বাংলাদেশের ৮ হাজার ৪২৮টি বা প্রায় ৯৭ শতাংশ পণ্য দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বাজারে একই ধরনের প্রবেশাধিকার পাবে দক্ষিণ কোরিয়ার ১ হাজার ৫৪টি পণ্য।

ব্যাংকিং খাত সংস্কারে বিশ্বব্যাংকের ৪৫০ মিলিয়ন ডলার

Financial Sector Support Project-II-এর আওতায় ব্যাংকিং খাত সংস্কারে বিশ্বব্যাংক ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে আমানত সুরক্ষা তহবিলে মোট ৩৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

জাতীয় বাজেটে বিডার নীতিগত প্রস্তাবের প্রতিফলন

বিডার ১৭টি খাতভিত্তিক ও নীতিগত সুপারিশের মধ্যে ১৪টি (৮২%) ২০২৬–২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া ব্যবসা সহজীকরণে নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (Deregulation)-সংক্রান্ত ১৯টি সুপারিশের মধ্যে ১২টি (৬৩%) গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য খাতে নতুন মাইলফলক

দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্যশস্যের মজুত বৃদ্ধি, ওএমএস ও টিসিবির মাধ্যমে ভর্তুকিমূল্যে খাদ্য সরবরাহ, খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক সংরক্ষণব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে খাদ্য খাতে একটি শক্তিশালী ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে সরকার।

- গত ২৮ জুলাই তথ্য মন্ত্রণালয় এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, সরকারি গুদামে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২৪ লাখ টনের বেশি খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে, যা নিরাপদ মজুতের নির্ধারিত মান ১৩.৫ লাখ টনের তুলনায় অনেক বেশি।

- বর্তমান মজুতের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১৯.৬১ লাখ টন চাল, ২.৯৬ লাখ টন গম এবং ১.৬৯ লাখ টন ধান (চালে রূপান্তরযোগ্য)।

- প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় উচ্চপর্যায়ের খাদ্যনিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর লক্ষ্য খাদ্যের মানোন্নয়ন, ভেজালবিরোধী অভিযান জোরদার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।

- খাদ্য পরীক্ষা ও নজরদারি শক্তিশালী করতে আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন এবং জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

- মূল্যস্ফীতির প্রভাব কমাতে ১,০১১টি কেন্দ্রে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব কেন্দ্রে চাল ৩০ টাকা/কেজি, খোলা আটা ২৪ টাকা/কেজি এবং ২ কেজির প্যাকেটজাত আটা ৫৫ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

- জরুরি খাদ্যসহায়তার অংশ হিসেবে ৮৩৬টি উপজেলা বিক্রয়কেন্দ্রে প্রতিদিন ৪০৬ টন চাল ভর্তুকিমূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে।

- টিসিবির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩৩,৮৩৩ টন চাল ৬৭ লাখের বেশি ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের কাছে ৩০ টাকা/কেজি দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

- বোরো সংগ্রহ অভিযান-২০২৬-এ ২৮ জুন পর্যন্ত ২.৭১ লাখ টন ধান ও ৭.৯৯ লাখ টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

- প্রতিদিন ওএমএসের আওতায় ১,১৯৫ টন চাল এবং ১,৪৪৩ টন আটা বিক্রি করে বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করা হচ্ছে।

- ফসল-পরবর্তী অপচয় কমাতে আধুনিক গুদাম, মিনি কোল্ড স্টোরেজ ও উন্নত সংরক্ষণব্যবস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ কৃষকের লাভ বৃদ্ধি, খাদ্য অপচয় হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফ্যামিলি কার্ড - নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক

দেশের অসচ্ছল, নিম্ন আয়ের ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফ্যামিলি কার্ড চালু করা ছিল বিএনপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গীকার। যেখানে বলা হয়েছিল 'ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক'। জনগণের ভোটে সরকার গঠনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ২১ দিনের মধ্যে সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক নারী প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা পাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উপকারভোগী নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই এবং কার্ড বিতরণের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের মধ্যেই তিনটি পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।

জুন ২০২৬ পর্যন্ত ৭০ হাজার ৮৬১টি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১৬ আগস্ট কিশোরগঞ্জে দেশব্যাপী ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের মূল কর্মসূচি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার লতিফাবাদ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে আনুমানিক ৫০০ পরিবারের নারী প্রধানের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

ফ্যামিলি কার্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি দেওয়া হচ্ছে পরিবারের নারীপ্রধানের হাতে। কারণ পরিবারের খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে নারীরাই সবচেয়ে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকেন।

পাঁচ বছরে চার কোটির বেশি পরিবারের ওপর জরিপ

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আওতা ধাপে ধাপে সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে চার কোটির বেশি পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।

এই বৃহৎ জরিপের মাধ্যমে পরিবারের আয়, সদস্যসংখ্যা, জীবনযাত্রার মান, বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা এবং আর্থিক ঝুঁকিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হবে।

জরিপ করা সবাই ফ্যামিলি কার্ড পাবেন না। জরিপে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যারা সত্যিকার অর্থে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ও প্রাপ্য, কেবল তাদেরই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

প্রথম বছরে ৪১ লাখ নারীকে কার্ড দেওয়ার লক্ষ্য

২০২৭ সালের জুনের মধ্যে অন্তত ৪১ লাখ নারীকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। ফ্যামিলি কার্ড স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি নয়। প্রতিবছর নতুন পরিবারকে এর আওতায় আনা হবে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে।

কৃষক কার্ড

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কৃষকদের জন্য একটি সার্বজনীন, নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর 'কৃষক কার্ড' চালু করা হয়েছে। এই কার্ডের মাধ্যমে সার, উন্নত বীজ, সেচ, কৃষিযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে সরকারি সহায়তা ও প্রণোদনা আরও স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সহজ শর্তে কৃষিঋণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার, আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, বাজারসংক্রান্ত তথ্য এবং পর্যায়ক্রমে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও বাজারসংযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এই কার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে ২০ হাজার ৮৩২ জন কৃষকের মাঝে কার্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং কৃষি প্রণোদনার আওতায় ২০ হাজার ৪৮৩ জন কৃষককে মোট ৫.১২ কোটি টাকা সরাসরি বিতরণ করা হয়েছে।

আইনি বিষয়

আইনের শাসন, জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকার আলোচিত হত্যা মামলার আসামিদের প্রত্যর্পণ, জুলাই যোদ্ধাদের সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছে।

মূল বিষয়সমূহ

- শরিফ ওসমান হাদী হত্যা মামলার আসামিদের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে গ্রেফতার ও দেশে প্রত্যর্পণের উদ্যোগ।
- ইন্টারপোলের সহযোগিতায় সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে দুবাইতে গ্রেফতার; দেশে ফিরিয়ে আনার আনুষ্ঠানিকতা চলমান।
- বহুল আলোচিত তনু হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
- জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদে 'জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি আইন' পাস।
- সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিধান সংযোজন করে 'সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল' পাস।
- সংশোধিত আইনের আলোকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিবেশ

বন ও পাহাড় রক্ষা, দুর্যোগে দ্রুত সাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রথম ১৮০ দিনে দৃশ্যমান অগ্রগতি এসেছে। দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে বড় পরিকল্পনা। জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে জাতীয় বাজেটে ৫১,৭৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

২০২৬ সালের ১৩ জুন কক্সবাজারের ডুলাহাজরার মালুমঘাট সংরক্ষিত বনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। ২০২৬ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৫ কোটি ১৪ লাখ ৮৮ হাজার ৯৩০টি চারা রোপণ। প্রথম ১৮০ দিনে চারা রোপণ হয়েছে ২ কোটি ২২ লাখ ৬৮ হাজার। অর্থাৎ ইতোমধ্যে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৪৩.২৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

বন্যা ও ভূমিধস মোকাবিলায় জরুরি ব্যবস্থা

চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল, বন্যা ও ভূমিধসের পর সরকার উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়। ১,০৫৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১২ হাজারের বেশি মানুষ আশ্রয় নেন।

সেনাবাহিনীর উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম

বেসামরিক প্রশাসনের অনুরোধে সেনাবাহিনী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান পরিচালনা করে। লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ ও বাঁশখালীতে প্রায় ৪ লাখ মানুষ পানিবন্দী থাকায় ১০ পদাতিক ডিভিশন এবং বোয়ালখালী, হাটহাজারী ও ফটিকছড়িতে ২৪ পদাতিক ডিভিশন মোতায়েন করা হয়।

পাহাড় রক্ষায় কঠোর ব্যবস্থা

ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিজমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর মাধ্যমে অবৈধ পাহাড় কাটা ও পাহাড়ের উর্বর মাটি অপসারণকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে; সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

নগর পরিবেশ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ধানমন্ডি ও গুলশান লেক সংস্কার, স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং গুলশান-বারিধারা লেকে অবৈধ বর্জ্য নির্গমন লাইন ছয় মাসের মধ্যে বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমিনবাজারে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ টন বর্জ্য ব্যবহার করে ৪২.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প এবং মাতুয়াইলে আরেকটি বর্জ্য-থেকে-বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সৌর ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অগ্রগতি

জাতীয় রুফটপ সোলার ও নেট মিটারিং কর্মসূচিতে প্রথম ১৮০ দিনে ২০০ মেগাওয়াট নতুন সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ খাতে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত আয়কর শূন্য, ব্যবহারকারীদের ৫ শতাংশ কর রিবেট এবং সৌরযন্ত্রাংশ আমদানিতে কর-শুল্ক কমানো হয়েছে। বিশ্বব্যাংক-সহায়িত প্রকল্পে জাতীয় গ্রিডে আরও ৩৩৮ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ যুক্ত হয়েছে, যা বছরে প্রায় ৩.৭৭ লাখ টন CO_2 নিঃসরণ কমাবে।

বাণিজ্য ও শিল্পখাত

ব্যবসা সহজীকরণ ও প্রশাসনিক সংস্কার

এখন উদ্যোক্তারা সরকারি প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে ১৪ দিনের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। ১৫তম দিনে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এলসি খোলার সুযোগ থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ের প্রয়োজনীয় অনুমোদন একীভূত করে ১২ মাসের প্রভিশনাল লাইসেন্স পাওয়া যাবে।

বাণিজ্য কূটনীতি ও বৈশ্বিক অবস্থান

- আকস্মিক শুল্কচাপ মোকাবিলায় জাতিসংঘের ইকোসকের কাছে এলডিসি উত্তরণে তিন বছর সময় বাড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতেও বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক প্রিমিয়াম বাজার ধরতে নির্বাচিত জাতের সুগন্ধি চাল রপ্তানি পুনরায় চালু করা হয়েছে।

বস্ত্রশিল্পের সংকট নিরসনে উচ্চপর্যায়ের কমিটি

দেশের বস্ত্রশিল্পের বিদ্যমান সমস্যা দ্রুত পর্যালোচনা ও সমাধানে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সচিবালয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

পাটশিল্পে সুখবর

বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি পাটকল পুনরায় চালুর লক্ষ্যে বেসরকারি দুই প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দিয়েছে সরকার। চুক্তি অনুযায়ী, সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিলস লিমিটেড ও খুলনার স্টার জুট মিলস লিমিটেড ইজারা নিয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিমিটেড ইজারা নিয়েছে হ্যামকো গ্রুপ।

প্রধান উদ্যোগসমূহ:

- বিজেএমসির ২৫টি বন্ধ পাটকলের মধ্যে ১৪টি স্বচ্ছ দীর্ঘমেয়াদি ইজারার মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় দেওয়া হয়েছে।
- বেসরকারি অংশীদারত্বে ছয় মাসের মধ্যে আরও ৬টি বন্ধ পাটকল পুনরায় চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হস্তান্তরের মাধ্যমে ৭,৫০০-এর বেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- পাটপণ্যের রপ্তানি ১ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫–৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও বাংলাদেশের বিদেশি মিশনগুলোতে পাটপণ্যের বিশেষ প্রদর্শনীকেন্দ্র বা ‘জুট কর্নার’ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

- চট্টগ্রামের আনোয়ারারায় গড়ে উঠছে 'চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল'। এই বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- চট্টগ্রামের মিরসরাই শিল্পাঞ্চলে জাপানি বিভিন্ন কোম্পানি ও অন্যান্য বিদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান যুক্ত হচ্ছে। সেখানেও প্রায় ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অবস্থিত জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চলটি পুরোদমে উৎপাদনে গেলে প্রায় ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

- বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি পাটকল পুনরায় চালুর জন্য ইজারা দেওয়ায় অচিরেই এই তিনটি পাটকলে কমপক্ষে ১১ হাজার ৬২৯ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থানের রোডম্যাপ

- নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২৬–২০৩১ মেয়াদে প্রায় ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের জিইডির প্রস্তাব অনুযায়ী দেশে ও বিদেশে ব্যাপকহারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, স্টার্টআপ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫০০ কোটি টাকার 'স্টার্ট-আপ ফান্ড'

বাংলাদেশে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার জন্য 'স্টার্ট-আপ ফান্ড' নামে ৫০০ কোটি টাকার একটি তহবিলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ জামানতবিহীন এই ঋণ ৪ শতাংশ সুদে একজন উদ্যোক্তা সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা পর্যন্ত নিতে পারবেন।

প্রশিক্ষিত যুবকদের ঋণ সহায়তা

সরকারের উদ্যোগে প্রশিক্ষিত বেকার যুবদের স্বাবলম্বী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে ১০ হাজার প্রশিক্ষিত যুবকের মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৯,৪৫০ জন প্রশিক্ষিত যুবকের কাছে ৯৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৬০ শতাংশ। এই কর্মসূচি যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ

প্রবাসী কার্ড

প্রবাসীদের সামাজিক মর্যাদা, আইনি সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরাসরি পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় চলতি আগস্ট মাস থেকে বিশেষ 'প্রবাসী কার্ড' পরীক্ষামূলকভাবে চালু হতে যাচ্ছে।

প্রবাসী কার্ডে থাকছে: প্রবাসফেরতদের পুনর্বাসন ও বিমা সুবিধা; জমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, ইউটিলিটি সংযোগ, লাইসেন্স প্রদান এবং বৈদেশিক বিনিয়োগসংক্রান্ত সেবায় অগ্রাধিকার; রেমিট্যান্স রিওয়ার্ড পয়েন্ট, ক্রেডিট স্কোরিং, ঋণ সুবিধা ও কার্ডের মাধ্যমে সহজ অর্থ লেনদেনের সুযোগ; এবং জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, কনস্যুলার সেবা, ব্যাংকিং ও অন্যান্য সরকারি সেবায় অগ্রাধিকার সুবিধা।

কূটনৈতিক তৎপরতা ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিলতায় বন্ধ থাকার পর আগস্টের শেষে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলতে যাচ্ছে। সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশি কর্মীদের উন্নত কর্মপরিবেশ, দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট বা আকামা নিশ্চিত করা এবং নতুন বিকল্প শ্রমবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট সহজীকরণ

বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের জন্য লাইসেন্সিং ও পারমিটসংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানো হয়েছে। বিদেশি কারিগরি বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে কাজের অনুমোদনপ্রক্রিয়া দ্রুত করতে ডিজিটাল ওয়ার্ক পারমিট অনুমোদনের সময়সীমা ১০ দিন থেকে কমিয়ে ৭ কার্যদিবস করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান

মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আত্মত্যাগকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদা প্রদান, শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত এবং ইতিহাস সংরক্ষণে সরকার প্রথম ১৮০ দিনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্তকরণ, গবেষণা ও স্মৃতি সংরক্ষণ, আইনি সহায়তা এবং জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসনে নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ।

- খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সম্মানী ভাতা বাড়ানো হয়েছে।

- জুলাই যোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত মোট ১৪,৩৬৮ জনের মধ্যে ১৩,৪৭৯ জনকে তাঁদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

- ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতা ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর গণঅভ্যুত্থান এবং ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিজয়ের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে গণভবনকে রূপান্তরিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'।

- জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন আইন সংসদে পাশ হয়েছে।

- শহীদ পরিবারের ১,১০২ জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ২৫০ কোটি ১১ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্র বাবদ ২৩১ কোটি ৬৭ লাখ টাকা এবং জুলাই যোদ্ধাদের এককালীন অনুদান বাবদ ১৮ কোটি ৪৪ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি শহীদ পরিবারের জন্য এককালীন ৩০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র এবং মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা শহীদের উত্তরাধিকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়েছে।

- জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও গুরুতর আহত ১০ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জুলাইয়ের শহীদ ও আহত পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- গবেষণা নীতিমালা-২০২৬ প্রণয়নের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক গবেষণায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয়ভাবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস পালিত হয়েছে।

- গত ৯ এপ্রিল সংসদে পাস হয় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) আইন ২০২৬। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি 'মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী' শ্রেণির স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

- যুদ্ধকালীন চিকিৎসক, নার্স, মুক্তিযুদ্ধপন্থী সাংবাদিক এবং স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের পৃথক গেজেটভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়ায় অগ্রযাত্রা

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৫-২৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২ মে ২০২৬ তারিখে একযোগে ৬৪টি জেলায় 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৫-২৬' উদ্বোধন করেন এবং এই কর্মসূচিতে শতভাগ (১০০%) লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, দাবা, সাঁতার ও মার্শাল আর্ট এই ৮টি ইভেন্টে অনলাইনে ১ লাখ ২১ হাজার ৪৯২ জন কিশোর ও ৪৭ হাজার ১৩০ জন কিশোরীসহ মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬২২ জন খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন করেন।

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে গত ২৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হয়। বাছাইকৃত প্রতিভাবান শিশুদের বিকেএসপিতে ২ মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণ শেষে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে বিকেএসপিতে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

ক্রীড়া হলে পেশা, পরিবার পাবে ভরসা
ক্রীড়া প্রশিক্ষণকে স্বীকৃত পেশাগত পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে ক্রীড়াবিদ ও অভিভাবকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

ক্রীড়া ভাতা ও পরিচয়পত্র
প্রাথমিকভাবে ৩০০ জন জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবিদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া ভাতা ও পরিচয়পত্র চালু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মাসিক আর্থিক সহায়তার আওতায় মোট ৫০০ জন ক্রীড়াবিদকে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশব্যাপী খেলার মাঠ
দেশের ৬৪ জেলায় সমন্বিত স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনে ২-৩টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ১টি করে খেলার মাঠ, প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি ফুটসাল মাঠ এবং প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত ৮ বিঘা জমি চিহ্নিত করে খেলার মাঠ নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশনসমূহ থেকে ১০২টি খেলার মাঠের প্রাথমিক তালিকা পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ক্লাবের ১৮২টি মাঠ সংস্কারের বাজেট ছাড় করা হয়েছে।

খেলার মাঠ রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ
ঢাকা ও অন্যান্য নগর এলাকার পৌর খেলার মাঠ পুনরুদ্ধার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবৈধ বাণিজ্যিক দখল বন্ধে বিশেষ স্থানীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়া পরিবেশ
ক্রীড়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সক্রিয় পেশাদার ক্রীড়াবিদদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা জারি হয়েছে।

নগর ব্যবস্থাপনা

নগর সেবা সচল রাখা, পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন এবং পরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণে সরকার প্রথম ১৮০ দিনে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে।

‘পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ঢাকা’ পরিকল্পনা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পরিবেশবান্ধব ও নাগরিক দায়িত্বশীল নগর ব্যবস্থাপনায় ১২ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এর আওতায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন আধুনিকায়ন ও সবুজায়ন, বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং স্বয়ংক্রিয় মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

পূর্বাচলকে সমন্বিত নগর ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তি

পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্পকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে এলাকাটি ঢাকা মহানগর পুলিশ ও ঢাকা ওয়াসার সমন্বিত সেবার আওতায় এসেছে। নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের সংলগ্ন প্রকল্প এলাকাগুলো যুক্ত করে আরও সমন্বিত ও আধুনিক মহানগর এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

ডিএসসিসির ‘ক্লিন কেয়ার’

প্রযুক্তিনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ‘ক্লিন কেয়ার’ ডিজিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। এর মাধ্যমে নাগরিকরা পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত অভিযোগ সরাসরি জানাতে, অভিযোগ নিষ্পত্তির অগ্রগতি লাইভ পর্যবেক্ষণ করতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য জানতে এবং সেবার বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন।

এআই ও তথ্যভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

‘ক্লিন কেয়ার’-এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে কোন এলাকায় কী ধরনের বর্জ্য বেশি সৃষ্টি হচ্ছে এবং কোথায় অতিরিক্ত জনবল বা যানবাহন প্রয়োজন—তা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে।

ভূমিসেবা সংস্কার

ভূমিসেবায় দীর্ঘদিনের জটিলতা, বিলম্ব ও হয়রানি কমিয়ে সেবাকে আরও সহজ ও ডিজিটাল করার দিকে এগিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ের ভূমি প্রশাসনে জবাবদিহি বাড়াতে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ।

দেশব্যাপী ‘ভূমিসেবা মেলা-২০২৬’

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৯ মে তেজগাঁওয়ের ভূমি ভবনে তিন দিনব্যাপী ভূমিসেবা মেলার উদ্বোধন করেন। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত এ মেলায় ই-নামজারি আবেদন, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, খতিয়ানের সার্টিফায়েড কপি ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহসহ বিভিন্ন ভূমিসেবা সরাসরি পাওয়ার সুযোগ রাখা হয়।

ডিজিটাল ভূমিসেবা সম্প্রসারণ

ভূমিসেবাকে আরও সহজ ও নাগরিকবান্ধব করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অনলাইন সেবায় অভ্যস্ত নন এমন নাগরিকদের সহায়তায় দেশব্যাপী ৮৯৩টি ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ভূমিসেবা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্ভুল ভূমি রেকর্ড তৈরিতে চলমান বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (BDS) কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

‘ভূমি দৃষ্টি’ অ্যাপের পাইলটিং

মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি, গতিবিধি ও কার্যক্রম সরাসরি তদারকি ও মনিটরিং করতে জিওফেন্সিং (Geo-fencing) প্রযুক্তিভিত্তিক ‘ভূমি দৃষ্টি’ মোবাইল অ্যাপের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনে উপস্থিতি ও জবাবদিহি আরও কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

ভূমি প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি

মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়াতে দীর্ঘদিন আটকে থাকা কানুনগো পদে পদোন্নতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দুই কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একজনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত এবং অন্যজনকে এক ধাপ বেতন গ্রেডে অবনমিত করা হয়েছে।

জবাবদিহি নিশ্চিতে কঠোরতা

আকস্মিক পরিদর্শনে নির্ধারিত সময়ে অফিসে অনুপস্থিত থাকায় নরসিংদী সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগোসহ ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

ধর্ম ও সম্প্রীতি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের অগ্রাধিকার কর্মসূচি এবং নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মীয় সম্প্রীতি সুদৃঢ় করা, সব ধর্মাবলম্বীর জন্য সমতাভিত্তিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ধর্মীয় নেতাদের আর্থিক নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

ধর্মীয় নেতাদের কল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা

মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ হলো ধর্মীয় নেতাদের জন্য রাষ্ট্রের অর্থায়নে মাসিক সম্মানী ও কল্যাণভাতা চালু করা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

ধর্মীয় প্রধানদের সম্মানী প্রকল্পের পাইলটিং পর্যায়ে ৪,৬৮৩ জন ইমাম, ৪,৩১২ জন মুয়াজ্জিন, ৩,৭৮৪ জন খাদেম, ৫৮৬ জন পুরোহিত, ৪২২ জন সেবাইত, ৯৫ জন বৌদ্ধ অধ্যক্ষ এবং ৬৭ জন উপাধ্যক্ষ-সহ সর্বমোট ১৩,৯৪৯ জনের অনুকূলে ভাতা দেওয়া হয়েছে।

সম্মানীর আওতা সম্প্রসারণ

২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৮৬,৭০৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ধর্মীয় নেতা ও সেবাকর্মীকে রাষ্ট্রীয় সম্মানীর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির জন্য বাজেটে ১,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ধর্মীয় কল্যাণে অনুদান, ভাতা ও শিক্ষা সহায়তা

ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ৬০০ জনকে ১.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ৩.৬০ কোটি টাকা অনুদান, ৯৫০ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, ১৬০০ পুরোহিতকে ভাতা এবং খ্রিস্টান ট্রাস্ট থেকে শুভ বড়দিন উপলক্ষে ৮৫৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে ১.৮৮ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। মন্দির ও গির্জাভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষায় ৫,০০০ প্রাক-প্রাথমিক, ১,৪০০ বয়স্ক ও ১,০০০ গীতা শিক্ষা কেন্দ্র এবং ৩০০টি প্যাগোডায় শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

সম্প্রীতি ও সামাজিক অংশগ্রহণ

স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়াতে জেলা পর্যায়ের আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে ইমাম, খতিব অথবা অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হজ ব্যয় কমাতে উদ্যোগ

হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সাশ্রয়ী করতে ২০২৬ সালে বিমানভাড়া আগের বছরের তুলনায় ১২,৯৯০ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০ টাকা করা হয়। একই সঙ্গে সর্বনিম্ন সরকারি হজ প্যাকেজের ব্যয় আগের বছরের তুলনায় ১১,০৭৫ টাকা কমিয়ে ৪ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

২০২৭ সালের হজের জন্য বিমানভাড়া আরও কমিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি সর্বনিম্ন হজ প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ৫ হাজার ৬৪৮ টাকা। পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের সেখান থেকেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকা গ্রহণ এবং হজ ভিসার আবেদন করার সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন

৮ জুন জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পুঁজিবাজার, প্রতিরক্ষা, কৃষি, শিক্ষা, প্রবাসী কর্মসংস্থান ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

পুঁজিবাজার

বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ১৭ দফা কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার সংস্কার, বাজারে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা, হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা এবং বিশেষ পুঁজিবাজার ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগ রয়েছে। অনিয়মে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিএসইসি ১,৪৯৭ কোটি টাকা জরিমানা করেছে এবং কারসাজির অভিযোগে দুদকের তদন্ত ও মামলা চলমান রয়েছে।

প্রতিরক্ষা আধুনিকায়ন

আগামী ১০ বছরে প্রায় ৮৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনীকে প্রযুক্তিনির্ভর ও বহুমাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আধুনিক ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, কামান, রকেট ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ড্রোন ও ড্রোন প্রতিরোধ প্রযুক্তি সংযোজন এবং গোলাবারুদ ও ক্ষেপণাস্ত্রের কৌশলগত মজুত গড়ে তোলার উদ্যোগ রয়েছে। বৃহত্তর বগুড়ায় সামরিক ড্রোন উৎপাদন কারখানা স্থাপন, নৌবাহিনীতে আধুনিক ফ্রিগেট, করভেট, অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল ও সাবমেরিন যুক্ত করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প ও ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি

কৃষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রিমোট সেন্সিং, ড্রোন, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, ইন্টারনেট অব থিংস ও বিগ ডাটা ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। ‘কৃষক কার্ড’ ও ‘খামারি অ্যাপ’-এর পাশাপাশি কৃষিপণ্য সংরক্ষণে ৩,৫০০টি বায়ুপ্রবাহ সংরক্ষণ যন্ত্র বিতরণ ও ৯০০টি মডেল সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ৮,০০০টি সংরক্ষণ যন্ত্র বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। চীন সফরে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ থেকে কাঁঠাল রপ্তানি শুরুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

নারী শিক্ষা ও শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ

মেয়েদের ডিগ্রি (পাস) ও অনার্স পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রীদের জন্য মেধাভিত্তিক বৃত্তি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। PEDP-5-এর আওতায় ৬৫ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম ও ব্যাগ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে; আগামী পাঁচ বছরে তা ৫ শতাংশে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন

রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও টেকসই প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার দায়ের করা গণহত্যা মামলার প্রতিও বাংলাদেশের সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

কৃচ্ছ্রসাধনে সরকারি ব্যয়ে কড়াকড়ি

২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের অংশ হিসেবে নতুন গাড়ি কেনা, সরকারি অর্থায়নে বিদেশ ভ্রমণ, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, নতুন ভবন নির্মাণ ও ভূমি অধিগ্রহণসহ কয়েকটি খাতে ব্যয় বন্ধ বা সীমিত করা হয়েছে।

পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোটরযান, জলযান ও আকাশযান কেনা বন্ধ থাকবে। সরকারি কর্মচারীদের গাড়ি কেনার জন্য সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম বা ঋণ প্রদানও স্থগিত করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ও নিরাপত্তা কাজে ব্যবহৃত যানবাহন ছাড়া নতুন বা প্রতিস্থাপিত জিপ ও কার বৈদ্যুতিকচালিত (ইভি) করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি অর্থায়নে বিদেশ ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ বন্ধ থাকবে। তবে বিদেশি সরকার, উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বৃত্তি, ফেলোশিপ, প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

শহরের বাইরে যাচ্ছে চার আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল

যানজট কমাতে রাজধানীর প্রধান চারটি আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল শহরের বাইরে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পর্যায়ক্রমে এই টার্মিনালগুলো পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া হবে।

ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তরের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেড সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করবে।

নবম জাতীয় বেতন স্কেলেঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান

নবম পে স্কেল: সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বড় সুখবর

- মূল বেতন বৃদ্ধি: ১ম–২০তম গ্রেডের সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ।
- দুই ধাপে বাস্তবায়ন: প্রথম বছরে মূল বেতন, দ্বিতীয় বছরে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য ভাতা কার্যকর হতে পারে।
- সুপারিশ চূড়ান্ত: সচিব কমিটির সব সদস্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেছেন।
- বাজেট বরাদ্দ: ২০২৬–২৭ অর্থবছরে বেতন-ভাতার জন্য ৮৯,৮৩৬ কোটি টাকা এবং পেনশন-গ্র্যাচুইটিসহ মোট ১,৪১,৪৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিচারব্যবস্থায় সংস্কার ও ডিজিটাল রূপান্তরে গতি

বিচারপ্রাপ্তি সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ করতে আইনগত সহায়তা, ডিজিটাল বিচারব্যবস্থা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিচারিক অবকাঠামো উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মামলার জট কমাতে উদ্যোগ

প্রায় ৪৬ লাখ মামলার জট কমাতে বিচারব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং বিশেষায়িত আদালত সম্প্রসারণে কাজ করছে সরকার।

মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা ও আইনগত সহায়তা

লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল পাসের মাধ্যমে মামলা দায়েরের আগেই বিরোধ নিষ্পত্তির আইনি ভিত্তি শক্তিশালী করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১৬৬৯৯ হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আইনগত সহায়তা সহজ করা হয়েছে।

ই-জুডিশিয়ারি ও ই-বেইল

অধস্তন আদালতে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া ই-বেইল ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। এতে জামিন ও কারা প্রশাসনের কার্যক্রম দ্রুততর হচ্ছে।

ডিজিটাল সমন ও বিচারিক ডাটাবেজ

অনুমোদিত ই-মেইলের মাধ্যমে সমন জারির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে অধস্তন আদালতের কার্যক্রম ও মামলার জট পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিচারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে অভিন্ন ও স্বচ্ছ মানদণ্ড তৈরিতে স্থায়ী আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। প্রশাসনিক ও বিচারসংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সাংবিধানিক ওম্বাডসম্যান কার্যকর করা এবং বাণিজ্যিক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তিতে বিশেষায়িত আদালত বা বেঞ্চ গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক খাল খনন কর্মসূচির আদর্শকে সামনে রেখে সরকার নদী-খাল পুনঃখনন শুরু করেছে। ০১ জুলাই ২০২৬ থেকে ১৫ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশের ৬২টি জেলার ২৪২টি উপজেলার ৩৮৩টি খালের মোট ৯৯৩.৯৯ কিলোমিটার পুনঃখনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)-এর উদ্যোগে ৬৪৭টি খালে প্রায় ১,১৭১ কিলোমিটর পুনঃখনন করা হয়েছে।

০১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত মোট খাল পুনঃখনন হয়েছে প্রায় ২১৬৫ কিলোমিটার।

প্রায় ৩০ হাজার খালের ডিজিটাল ডাটাবেজ

দেশের সচল ও মৃতপ্রায় প্রায় ৩০ হাজার খালের তথ্য নিয়ে GIS-ভিত্তিক সমন্বিত ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে খালের অবস্থান, বর্তমান অবস্থা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা চিহ্নিত করে খনন, পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম আরও সমন্বিত করার সুযোগ তৈরি হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা

পানি নিরাপত্তা, কৃষি সেচ, নদীর নাব্যতা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী-খাল পুনরুদ্ধারে সরকার প্রথম ১৮০ দিনে একাধিক বড় প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প অনুমোদন

১৩ মে ২০২৬ একনেক সভায় ৩৪,৪৯৭.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'পদ্মা ব্যারাজ (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। জুলাই ২০২৬ থেকে জুন ২০৩৩ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পের আওতায় ২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল ব্যারাজসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নদীর নাব্যতা ও পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা হ্রাস এবং সুন্দরবনে মিঠাপানির প্রবাহ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা জাতীয় অগ্রাধিকার

তিস্তা নদীর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পকে (TRCMRP) জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে চীনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা হয়েছে এবং কারিগরি সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে। বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্পের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নদীতীর সুরক্ষায় জরুরি কাজ

সরকারের প্রথম চার মাসে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার নদীতীরে জরুরি প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় বাঁধ ও বন্যা প্রতিরোধ অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে চলছে।

নদী ও খালের দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদী এবং ঢাকার ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ খালের দূষণের উৎস ও ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে Effluent Treatment Plant (ETP) রিয়েল-টাইম ও অনলাইন মনিটরিংয়ের আওতায় আনার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। দূষণপ্রবণ এলাকায় ক্যামেরাভিত্তিক নজরদারি ও নিয়মিত অভিযানও পরিচালিত হচ্ছে।

যোগাযোগ

পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। স্মার্ট টোল ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

সড়ক পরিবহন

সমন্বিত ইলেকট্রনিক টোল ব্যবস্থা: দেশের সড়ক, সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার ও টানেলের পৃথক Electronic Toll Collection (ETC) ব্যবস্থাকে একটি প্ল্যাটফর্মে আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটিমাত্র BRTA RFID Tag ব্যবহার করে দেশব্যাপী টোল পরিশোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পদ্মা সেতুতে ক্যাশলেস টোল সম্প্রসারণ: স্বয়ংক্রিয় টোল ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়াতে পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তের জেলাগুলোতে ETC নিবন্ধন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের মেট্রোরেলে ভাড়া ছাড়: ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব প্রবীণ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের মেট্রোরেলের একক যাত্রার টিকিটে ২৫ শতাংশ ছাড় চালু করা হয়েছে।

বিআরটিসির নতুন বাসসেবা: গণপরিবহন সুবিধা সম্প্রসারণে ভূঞাপুর থেকে ঢাকা মেডিকেল পর্যন্ত সরাসরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিআরটিসি বাসসেবা চালু করা হয়েছে।

রেলপথ

ঢাকা–গোপালগঞ্জ নতুন ট্রেন চালু: পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা–গোপালগঞ্জ–ঢাকা রুটে 'অভিযাত্রী কমিউটার' নামে নতুন একজোড়া ট্রেন চালু করা হয়েছে।

প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের রেলভাড়ায় ছাড়: ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব যাত্রীদের রেল টিকিটের ভিত্তিমূল্যে ২৫ শতাংশ ছাড় চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্যও বিভিন্ন শ্রেণিতে বিশেষ ভাড়া সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল রেলপথ আধুনিকায়ন: ২,০২৮.৫৯ কোটি টাকার 'বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন (প্রথম ধাপ)' প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর আওতায় ৫০০.২ কিলোমিটার রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৪৩.৯০ কিলোমিটার রেলপথ পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন করা হবে।

ঈদযাত্রায় রেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি: ঈদুল আজহায় অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামাল দিতে ১২৭টি কোচ প্রস্তুত করার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তঃনগর ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ ও বিশেষ ট্রেন যুক্ত করা হয়েছে।

রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে বৃক্ষরোপণ: পদ্মা রেললিংক প্রকল্পের ধলেশ্বরী রেলসেতু-সংলগ্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে ২৪ লাখ গাছ লাগানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে; চলতি বছরে ১ লাখ ৬০ হাজার গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

নৌ পরিবহন

ঢাকার চারপাশে নৌপথ সচলের উদ্যোগ: রাজধানীর চারপাশের নৌপথকে বিকল্প ও টেকসই নগর পরিবহন হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি অংশগ্রহণে ওয়াটার বাস পরিচালনা, নদীর নাব্যতা ও স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা এবং নদীতীরের ওয়াকওয়ে সবুজায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নতুন লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট: বসিলা ও শিমুলিয়া টুরিস্টঘাট এলাকায় দুটি লঞ্চঘাট এবং শিমুলিয়ায় একটি ফেরিঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০২৬ থেকে শিমুলিয়া টুরিস্টঘাটে লঞ্চ এবং ১৯ মার্চ থেকে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।

নাবিকদের চীনা ভাষা প্রশিক্ষণ: আন্তর্জাতিক কর্মবাজারে বাংলাদেশি নাবিকদের সক্ষমতা বাড়াতে ৯ মে ২০২৬ থেকে চীনা ভাষার প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

বিমান পরিবহন

ঢাকা-নারিতা সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু: ২০২৫ সালের ১ জুলাই বন্ধ হওয়া ঢাকা ও জাপানের নারিতা সরাসরি ফ্লাইট ২৭ জুলাই ২০২৬ পুনরায় চালু করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-৩৭৬ ফ্লাইট নারিতার উদ্দেশে যাত্রার মাধ্যমে এ রুটে আবার সরাসরি যোগাযোগ শুরু হয়।

বগুড়া ও ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর চালুর উদ্যোগ: পুরোনো বিমানবন্দরগুলো পর্যায়ক্রমে চালুর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বগুড়া বিমানবন্দর বাণিজ্যিকভাবে চালুর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। 'ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর রিনোভেশন ও উন্নয়ন' প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। বগুড়া বিমানবন্দর উন্নয়ন ও পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প ২০২৬-২৭ অর্থবছরের এডিপির সবুজ পাতায় জিওবি অর্থায়নে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনে সংস্কার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন খাতে অবকাঠামো, সেবা ও নীতিগত সক্ষমতা একসঙ্গে বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক এভিয়েশন হাব গড়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, উড়োজাহাজ ও ফ্লাইট সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিমানবন্দর সেবার মানোন্নয়ন এবং পর্যটনে সমন্বিত উন্নয়ন কাঠামো তৈরির উদ্যোগ এ খাতের পরিবর্তনের প্রধান দিক হিসেবে সামনে এসেছে।

জাতীয় এভিয়েশন হাব পরিকল্পনা: ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক এভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উড়োজাহাজ সক্ষমতা বৃদ্ধি: উড়োজাহাজ সংকট মোকাবিলায় মধ্য ও দীর্ঘপাল্লার উড়োজাহাজ লিজ নেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রবাসী রুটে ফ্লাইট বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জাপান রুটে সাপ্তাহিক ফ্লাইট এক থেকে তিনটিতে উন্নীত করার লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দর সেবা ও পরিচ্ছন্নতা: দেশের বিমানবন্দর টার্মিনালগুলোতে পরিচ্ছন্নতা জোরদার এবং যাত্রীসেবার মান বাড়াতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও মশা নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

থার্ড টার্মিনাল চালুর উদ্যোগ: দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম শুরু না হওয়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল সচল করতে সরকার জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত আলোচনা এগিয়ে নিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য ১৬ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে টার্মিনালটির যাত্রীসেবা সীমিত পরিসরে শুরু করে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমে যাওয়া।

এভিয়েশন খাতে কর ও নীতি সংস্কার: জেট ফুয়েল, উড়োজাহাজ লিজিং ও দেশীয় এয়ারলাইন পরিচালনায় কর-সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রক্রিয়ায় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যাতে বিমানভাড়া কমানো ও দেশীয় এয়ারলাইনগুলোর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

পর্যটন উন্নয়ন

পর্যটন ক্লাস্টার, উপকূলীয় পর্যটন, স্থানীয় ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পর্যটন উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৩০টিরও বেশি জেলায় ঐতিহ্যভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা, ভূমি ও যোগাযোগসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদার করতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের জাতীয় কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তথ্য ও সম্প্রচার

আইন সংস্কার থেকে ফ্যাক্ট-চেকিং, তথ্য অধিকার থেকে সম্প্রচার প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, গণমাধ্যম ও তথ্য খাতে পরিবর্তনের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র প্রথম ১৮০ দিনেই সামনে এসেছে। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আইনি ও নীতিগত সংস্কার: সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ আরও কার্যকর করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইসিটি বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। অনলাইন গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে সংশোধিত খসড়ায় নতুন ধারা ২৬এ সংযোজনের প্রস্তাব রয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। ডিজিটাল যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা হালনাগাদের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: নতুন প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন এবং পেশাদার সাংবাদিকদের স্বীকৃতির জন্য মানসম্মত যাচাই কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে স্বাধীন মিডিয়া কমিশন ও উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কার্যক্রমও এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

চীনের সঙ্গে সম্প্রচার সহযোগিতা: সম্প্রচার অবকাঠামোর আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চীনের সঙ্গে চারটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় ছাড়াই বিশ্বকাপ সম্প্রচার: জনগণের অর্থ ব্যয় না করে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের সব ম্যাচ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে এ ধরনের সম্প্রচারে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় হতো।

গুজব ও অপতথ্য মোকাবিলা: ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের পাশাপাশি পিআইবির 'বাংলাফ্যাক্ট' টিম গুজব, ভুয়া খবর, অপপ্রচার ও ঘৃণামূলক বক্তব্য মোকাবিলায় ৩৬০টি ফ্যাক্ট-চেক, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ভিডিও ও রিল তৈরি করেছে।

তথ্য কমিশন পুনর্গঠনের উদ্যোগ: প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগে বাছাই কমিটি গঠন এবং আবেদন আহ্বানের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ও আইন হালনাগাদ: অনিষ্পন্ন ১৩টি অভিযোগের মধ্যে ৭টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন যুগোপযোগী করতে ৫ মার্চ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং ১০ মে অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পেশাগত নৈতিকতা: গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা বাড়াতে ১০টি কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রযুক্তিখাত

ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার এবং নাগরিকদের প্রযুক্তিসেবা সহজলভ্য করতে সরকার প্রথম ১৮০ দিনে একাধিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে।

দক্ষ জনশক্তি ও আত্মকর্মসংস্থান: দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে ৬ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত মোট ১১ হাজার ৬৭০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণ: ২৯ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশের ৬ হাজার ৪৯৯টি প্রতিষ্ঠানে সরকারি উদ্যোগে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৩১ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত কার্যক্রম প্রায় শতভাগ সম্পন্ন করার লক্ষ্য রয়েছে।

১৫টি উপজেলা আইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৫টি উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা অলিম্পিয়াড: ১৬ মে দেশব্যাপী ১৭টি আঞ্চলিক ভেন্যুতে সাইবার নিরাপত্তা অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ের বিজয়ী ৫১ জনকে নিয়ে ১২ জুন জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডিজিটাল ফরেনসিক সক্ষমতা: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনটি প্রতিষ্ঠানের ১৯টি ডিজিটাল আলামত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।

আন্তঃনগর ট্রেনে স্টারলিংকভিত্তিক ফ্রি ওয়াই-ফাই: 'সবার জন্য ইন্টারনেট' সুবিধা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ রেলওয়ের চারটি ট্রেন- পর্যটক এক্সপ্রেস, উপবন এক্সপ্রেস, বনলতা এক্সপ্রেস ও কক্সবাজার এক্সপ্রেসে পরীক্ষামূলকভাবে স্টারলিংকভিত্তিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।

গণগ্রন্থাগারে ফ্রি ওয়াই-ফাই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা: ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনার আওতায় গণগ্রন্থাগারগুলোতে পাঠকদের জন্য ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৭টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে প্রতিবন্ধীবান্ধব 'ইনক্লুসিভ কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

গ্রামীণ যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, সামাজিক অবকাঠামো এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জবাবদিহি বাড়াতে সরকার প্রথম ১৮০ দিনে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে।

বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ: সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (GSID-2) প্রকল্পের আওতায় ৬৫ জন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকার ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে জনপ্রতি ৩০ লাখ টাকা করে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও নারীর কর্মসংস্থান: ২,০৮২.১২ কোটি টাকার 'পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প' অনুমোদন করা হয়েছে। এর আওতায় ৬৪ জেলার ৪৯৫ উপজেলায় ৯১,৫৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ৪৫,৭৮০ জন দরিদ্র নারীকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনা হবে।

বৃহত্তর দিনাজপুরে সমন্বিত উন্নয়ন: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ের গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়নে ১,৪৯২.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর আওতায় ১,০৩৫.৮২ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন এবং মোট ৪১০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১৬টি সেতু নির্মাণ করা হবে।

দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তে বিশেষ কমিটি: স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অধীন দপ্তর-সংস্থায় ২০০৯ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়ম খতিয়ে দেখতে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রযুক্তি: সিলেট সিটি করপোরেশনে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বায়ো-ড্রাইং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্জ্য থেকে বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন ও পরিবেশবান্ধব বৃত্তাকার অর্থনীতি গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

দেশীয় প্রযুক্তি ও গবেষণার ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং নতুন রপ্তানি বাজার তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রথমবার নাইজেরিয়ায় হ্যাচিং ডিম রপ্তানি

বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো নাইজেরিয়ায় ১০,৪৪০টি প্যারেন্ট হ্যাচিং ডিম রপ্তানি করা হয়েছে। ১৮,৭২৯ মার্কিন ডলার মূল্যের এ চালান প্রাণিসম্পদ খাতের রপ্তানি বহুমুখীকরণে নতুন বাজার তৈরি করেছে।

মুক্ত জলাশয়ে রেণুপোনা অবমুক্ত

মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ও দেশীয় প্রজাতির সংরক্ষণে বিল নার্সারিতে ২.৭৫ মেট্রিক টন রেণুপোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ রক্ষায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

দেশীয় ভ্যাকসিন উৎপাদনে অগ্রগতি

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) স্থানীয় স্ট্রেইন থেকে উদ্ভাবিত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা H9N2 ও গোটপক্স ভ্যাকসিন বাণিজ্যিক উৎপাদন ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে প্রাণীর রোগ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভ্যাকসিনে আমদানিনির্ভরতা ও উৎপাদন ব্যয় কমানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মাঠপর্যায়ে প্রাণিচিকিৎসা সেবা শক্তিশালীকরণ

প্রাণিসম্পদ দপ্তরগুলোতে ব্যবহারের জন্য ৯০ ধরনের ওষুধ ও কেমিক্যাল এবং ৪০ ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শল্যচিকিৎসা সরঞ্জাম মাঠপর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

গণপূর্ত

গৃহায়ন ও গণপূর্ত খাতে সেবা পাওয়ার প্রক্রিয়ায় এসেছে পরিবর্তন। রাজউকের নকশা অনুমোদন শতভাগ অনলাইনে আনা, আবাসন-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা ডিজিটাল করা এবং ভূমিকম্প নিরাপত্তা ও গবেষণায় পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে নগর ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি, গতি ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজউকের নকশা অনুমোদন শতভাগ অনলাইনে: রাজউকের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া শতভাগ অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন দেওয়ার কার্যক্রম চালু রয়েছে।

আবাসনসেবা ডিজিটালকরণ: রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ও বেসরকারি আবাসন প্রকল্প-সংক্রান্ত চারটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধন ও নবায়ন সেবা মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। সেবাগ্রহীতাদের জন্য অনলাইন সহায়তা ও ৩৩৩ কল সেন্টারের মাধ্যমে কারিগরি সহযোগিতাও নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভূমিকম্প নিরাপত্তা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভূমিকম্পবিষয়ক গবেষণার জন্য বাংলাদেশ ভূমিকম্প নিরাপত্তা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

জনপ্রশাসন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও দক্ষ, ব্যয়-সাশ্রয়ী ও জবাবদিহিমূলক করতে এবং আমলাতন্ত্রে পেশাদারিত্ব ও সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে। সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ পর্যালোচনার পর নতুন সরকার প্রশাসনকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনমুখী করতে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও নিয়োগ

- প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস: প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে দক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে একাধিক জ্যেষ্ঠ সচিবের দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং সমালোচিত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অবসান ঘটানো হয়েছে।
- নতুন প্রশাসনিক নেতৃত্ব: প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনিক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) সংস্কার: নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক করতে বিপিএসসিতে নতুন স্বাধীন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- শূন্য পদে নিয়োগ: সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার হাজারো শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যাতে জনসেবা আরও নির্বিঘ্ন ও কার্যকর হয়।

ব্যয় সংযম ও আর্থিক শৃঙ্খলা

- যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা হ্রাস: সরকারি ব্যয়ে সাশ্রয় এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মাসিক যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ৫০ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকায় নামিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সরকারি সুযোগ-সুবিধায় সংযম: আর্থিক শৃঙ্খলা জোরদারের অংশ হিসেবে শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সরকারি জমি বরাদ্দের মতো বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহারসহ ব্যয় নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সুশাসন ও জবাবদিহি

- মেধাভিত্তিক জনবল ব্যবস্থাপনা: পদোন্নতি ও মাঠপর্যায়ের পদায়নে সততা, যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতাকেই প্রধান বিবেচ্য করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- প্রোটোকল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন: কেবল মন্ত্রী, গভর্নর এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়োগ বা দায়িত্ব পরিবর্তনের তথ্য রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে; অন্যান্য প্রশাসনিক বদলি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- ডিজিটাল প্রশাসন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় সরকারি ওয়েবসাইটগুলোকে আরও গতিশীল করা হচ্ছে, যাতে নাগরিকরা সরাসরি মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন।

উপসংহার

জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনই সরকারের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। এই বার্তাই পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, জনগণ পাশে থাকলে দেশ পুনর্গঠনের অভিযাত্রায় কোনো বাধাই অনতিক্রম্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিশ্বাস করেন, জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে না পারলে গণতন্ত্র, উন্নয়ন কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত টেকসই হয় না। জনগণকে ক্ষমতাহীন রেখে রাষ্ট্র কখনো শক্তিশালী হতে পারে না।

এ কারণেই তিনি এমন একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ শুরু করেছেন, যে রাষ্ট্র সাধ্য-সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে প্রতিটি নাগরিকের পাশে থাকবে। তেমন একটি গণতান্ত্রিক, মানবিক, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তার একটাই উচ্চারণ, করবো কাজ, গড়বো দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ। সবার জন্য বাংলাদেশ।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।